প্রথম আলো

তারিখ 29 JUN 2012 পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

কলেজে ভর্তিতে বেশি টাকা আদায়

মোশতাক আহমেদ ●

একাদশ শ্রেণীর ভর্তিতে বিভিন্ন কলেজে বেশি টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী, কলেজে ভর্তিতে সব মিলিয়ে সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা নেওয়ার কথা থাকলেও কিছু কলেজে সর্বোচ্চ ফির দ্বিগুণ কিংবা তিন গুণের বেশি আদায় করা হচ্ছে।

তবে কয়েকটি কলেজে গতবারের চেয়ে কিছু টাকা কমালেও মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত টাকার চেয়ে বেশি আদায় করা হচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে, অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সরকার কোনো ধরনের ব্যবস্থা না নেওয়ায় কলেজগুলো প্রতিবার একই কাজ করছে। চলতি বছরের বিদ্যালয়ে ভর্তিতে অতিরিক্ত টাকা ফেরত বা মাসের বেতনের সঙ্গে সমন্বয় করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্দেশ দিলেও তা কেউ শোনেনি।

> সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা নেওয়ার কথা থাকলেও কিছু কলেজে দ্বিগুণ কিংবা তিন গুণের বেশি ফি আদায় করা হচ্ছে

গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জারি করা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী, যেসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকেরা সরকারি কোষাগার থেকে, মূল বেতন পান (এমপিওভুক্ত), সেগুলোতে যেকোনো শ্রেণীর ভর্তির বেলায় ভর্তি ফির সঙ্গে উন্নয়ন ফি, সেশন ফি বা অন্য কোনো খাতে অর্থ নিলেও তা সব মিলিয়ে পাঁচ হাজার টাকার বেশি হবে না। বিদ্যালয়ের ভর্তিতে এই টাকা পুনর্নির্ধারণ করা হলেও কলেজের ভর্তিতে তা করা হয়নি। অর্থাৎ, কলেজের ভর্তিতে পাঁচ হাজার টাকার নিয়মটিই বহাল আছে।

বর্তমানে কলেজগুলোতে ভর্তি চলছে। নীতিমালা অনুযায়ী, বিলম্ব ফি ছাড়া গতকাল বৃহস্পতিবার ছিল ভর্তির শেষ সময়। তবে বিলম্ব ফিসহ ভর্তির শেষ সময় আগামী ১২ জুলাই। ক্লাস শুরু হবে ১ জুলাই।

রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে এবার বিজ্ঞানে ১৪ হাজার ৩৪০ টাকা, ব্যবসায় শিক্ষায় ১৩ হাজার ৭১৫ ও মানবিকে ১২ হাজার ৯৬৫ টাকা নেওয়া হয়েছে। তবে এর মধ্যে এক হাজার টাকা ফেরতযোগ্য। অভ্যন্তরীণ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এই এক হাজার টাকা কম। এ কলেজে গতবারের চেয়ে তিন শাখাতেই সেশনচার্জ কমানো হয়েছে। এর মধ্যে বিজ্ঞানে ৫০০, ব্যবসায় শিক্ষায় ১৫০ ও মানবিকে ২৫০ টাকা কমেছে।

কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল গোলাম হোসেন সরকার *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁদের প্রতিষ্ঠান সরকারিও নয়, আবার এমপিওভুক্তও নয়। তার পরও তাঁরা গতবারের চেয়ে টাকা কমিয়েছেন। বিভিন্ন খরচের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের ব্যয় বাবদ প্রতিবছর এই কলেজে ২৫ লাখ টাকার বাজেট বরাদ্দ থাকে।

ঢাকা সিটি কলেজে ১৭ হাজার টাকা থেকে শুরু করে বিষয়ভেদে আরও কিছু বেশি টাকা নেওয়া হয়। কলেজের অধ্যক্ষ মো. শাহজাহান খান বলেন, তাঁদের প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীকক্ষ শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। এ জন্য বিদ্যুতের খরচ বেশি। শিক্ষকদের বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কারণেও খরচ বেশি। তাই যতটুকু না নিলেই নয়, ততটুকু নেওয়া হচ্ছে।

নটর ডেম কলেজে এবার বাংলা মাধ্যমে বিষয়ভেদে ১১ হাজার ৫০০ থেকে ১২ হাজার ৪৫০ টাকা এবং ইংরেজি মাধ্যমে ১৩ হাজার ৯০০ থেকে ১৪ হাজার ৭৫০ টাকা নেওয়া হয়েছে।

ধানমন্ডির সেন্ট্রাল রোডে অবস্থিত সেন্ট্রাল আইডিয়াল কলেজে নেওয়া হয়েছে প্রায় ১৪ হাজার টাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থিত উদয়ন স্কুল ও কলেজের বিজ্ঞানে সাত হাজার ৪৯২ টাকা ও ব্যবসায় শিক্ষায় সাত হাজার ৫৯২ টাকা নেওয়া হয়।

মতিঝিলের আইডিয়াল স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ শাহান আরা বেগম জানান, তাঁদের কলেজে এবার সব শাখার ভর্তিতে আট হাজার ৩৩৭ টাকায় ভর্তি নেওয়া হয়। গতবার ছিল সব মিলিয়ে প্রায় ১১ হাজার টাকা। তিনি বলেন, এবার কলেজের ভর্তিতে টাকার বিষয়ে সরকার থেকে কোনো সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি। তাই বিদ্যালয়ের নীতিমালার মতো টাকা নেওয়া হয়েছে, যা গতবারের চেয়েও কম।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ মঞ্জুয়ারা বেগম বলেন, এবার তাঁদের কলেজে ভর্তির জন্য সাত হাজার ৯০০ টাকা রাখা হয়েছে, যা গতবারের চেয়ে কম।

জানতে চাইলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নোমান-উর রশীদ *প্রথম আলোকে* বলেন, ভর্তির সময় মাত্রাতিরিক্ত টাকা নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।